www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

প্রিয়তম নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

সীরাত ও সূরত

মূল

হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান (রহঃ)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.comwww.AmarIslam.com

প্রিয়তম নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

সীরাত ও সূরত

এ পুস্তিকায় সংক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়েছে তাঁর মহান আদর্শ, পবিত্র দৈহিক গঠন ও তাঁর শানে বেয়াদবী করার ভয়ংকর পরিণতির কথা।

হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান্ (রহঃ)

www.AmarIslam.comwww.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ভাষান্তর ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী
খতীব
মসজিদে মুফতী-এ-আযম ফোঃ ২৪৫৪১৮

বিশ্বমানবের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির পয়গাম সহকারে ৫৭০ সালে ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় মহাবিশ্বে আগমন করলেন প্রিয় নবী খাতামুন্নাবীঈন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শান্তির অগ্রদূত, মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ক্ষমাশীলতা, দানশীলতা, উদারতা, মহানুভবতা, সংযমশীলতা, সততা, ন্যায়পরায়নতা, সহনশীলতা, একতা ও সমতার।

তাঁর আদর্শমন্ডিত জীবনধারায় বিদ্যমান ছিল পরোপকার, দয়া-মায়া, মমত্ববোধ, সহানুভূতি। তিনি একটি কাজের আদেশ প্রদানের পূর্বে তা নিজকর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত করতেন। এ ব্যাপারে তায়েফের মরু প্রান্তরের ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষভাবে

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রনিধানযোগ্য। যখন মহামানব মহানবী (সাঃ) শত্রুদের আক্রমণে আঘাতপ্রাপ্ত, রক্তে রঞ্জিত সে মুহূর্তে তাঁর মাবুদ কর্তৃক প্রেরিত হলেন হযরত জিব্রাঈলে আমীন আলাইহিস সালাম।

তিনি বললেন— 'ইয়া রাসূলল্লাহ! যদি আপনি হুকুম করেন তাহলে এ পর্বতমালা উল্টিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেই।'

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, সে মুহূর্তেই দয়া-মায়ার প্রতিচ্ছবি, শান্তির ধারক-বাহক মানবতার পরম বন্ধু ও কল্যাণকামী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহপাকের দরবারে তায়েফবাসীদের জন্য ফরিয়াদ করলেন— 'হে আল্লাহ! আমার কওমকে হেদায়েত করো। তারা অবুঝ।'

তাঁর প্রতি মক্কার কাফের মোশরেকদের নির্মম নির্যাতন, সীমাহীন নিপীড়ন কোনোভাবেই ভোলা যায় না। যে কারণে প্রিয়নবী (সাঃ)-কে আপন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জন্মভূমি-মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনা শরীফে হিজরত করতে হয়েছিল। কিন্তু আবার ৮ম হিজরীতে সেইদিন ফিরে এলো যেদিন দো'জাহানের সরদার রাহমাতুল্লিল আলামীনের নেতৃত্বে দশহাজার সশস্ত্র মোজাহিদীনে ইসলাম প্রবেশ করলেন মক্কার পবিত্র ভূমিতে।

তখন মুসলমানদের শান-শওকত দেখে কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রহর গুণছিল। অতীতের অপরাধ ও জুলুম নির্যাতনের কথা ভেবে বারে বার হৃদয় প্রকম্পিত হচ্ছিল যে, আজ তো মোদের নিস্তার নেই। মোদের রক্তে আজ লাল হবে মক্কা নগরী।

সেই মুহূর্তে বিশ্বমানবের পরম বন্ধু, মানবতার মুক্তির দিশারী শান্তির অগ্রদূত রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বলেন— 'আজ তোমাদের থেকে কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। যাও আজ তোমরা সকলেই মুক্ত-স্বাধীন।'

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শান্তির পরশমণির আকাশতুল্য ক্ষমাশীলতা ও উদারতার পবিত্র স্পর্শে তখনি মক্কার জমিনে সংঘটিত হলো মহাবিপ্লব। যারা কাল ছিল কাফের তারা আজ হয়েছে মুসলমান। পরবর্তীকালে এই নওমুসলিমরাই হলো মোজাহিদীনে ইসলাম, দ্বীন প্রচারক। যারা ছিল বিন্দু তারা হলো সাগর, যারা ছিল চরম নিষ্ঠুর তারা হলো পরম দয়ালু।

বস্তুতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুপম অতুলনীয় মোহনীয় চরিত্র ও ব্যবহার দ্বারা দুনিয়াতে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর-ই প্রদর্শিত পথের পথিকেরা জয় করেছিল রোম, পারস্য, আফ্রিকা, ইউরোপসহ বিশ্বের বিস্তৃত অঞ্চল।

একবার হযরত আলী (রাঃ) -এর খেদমতে কিছু সংখ্যক সাহাবায়েকেরাম উপস্থিত হয়ে বললেন— 'হে আলী, দয়া করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু বলুন।'

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তখন তিনি বললেন— 'এ বিশাল পৃথিবী এবং তার সকল সাজ-সরঞ্জামকে আল্লাহপাক কলীল বলেছেন।

অর্থাৎ তুচ্ছ নগন্য, সামান্য বলেছেন আর তাঁর প্রিয় হাবিবের চরিত্র-মাধুর্যকে আজীম (সুমহান) বলে অভিহিত করেছেন। তাই আমার মতো এক সামান্য ব্যক্তির পক্ষে কি করে এমন এক মহান চরিত্রের অধিকারী মহামানব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জিন্দেগী আলোচনা কি করে সম্ভব!'

একবার হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আখলাক (চরিত্র) সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

তখন তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র হলো 'আলকুরআন'।

তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কোরআনের আলোকে ছিল প্রজ্জ্বলিত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহান আল্লাহপাক বলেছেন— 'তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদেরই এক রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর নিকট অসহনীয়। তিনি তোমাদের সকলের কল্যাণকামী। (বিশেষ করে) মোমিনদের প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার অন্ত নেই।'

(সুরা তওবা)

সূরায়ে ফাতাহর মধ্যে আল্লাহপাক কি সুন্দরভাবে তাঁর প্রিয় হাবীব ও তাঁর সংগীদের চরিত্রের কথা ঘোষণা দিচ্ছেন—

'মুহাম্মদ যিনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গীগণ কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর, পরস্পর সহানুভূতিশীল।'

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির জন্য করুণার আধার ছিলেন। তবে যদি কেউ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো অথবা ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হতো তখন তার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। মক্কী জীবনের ঘটনা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিদর্শন বহণ করে।

যখন কাফের সর্দাররা দল বেঁধে আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো— 'হে আবু তালিব, অনুগ্রহপূর্বক আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন যেন সে আমাদের দেবতাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন না করে। যদি আপনি তাকে ক্ষান্ত করতে না পারেন তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তৈরি থাকুন।'

অতপর আবু তালেব হুজুরেপাক (সাঃ)-কে বললেন— 'হে প্রিয় বৎস, দয়া করে এমন কোনো কাজ করো না যা আমি সইতে না পারি।'

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দীপ্ত কণ্ঠে বললেন— 'হে চাচাজান, মনে রাখুন, যদি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার একহাতে সূর্য আর এক হাতে চন্দ্র কেউ এনে দেয়, তবু আমি আমার আল্লাহর পথ থেকে একচুল বিচ্যুত হবো না।'

তিনি এরশাদ করেছেন— 'গোটা মুসলিম জাতি একটি দেহের ন্যায়। যদি তার মাথায় ব্যথা হয় তখন তার সারা শরীর তা অনুভব করে। যদি তার চোখে ব্যথা হয় তা-ও গোটা শরীর অনুভব করে।'

খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ্জোহরা রাজিয়াল্লাহু আনহার ঘরে খাদেমা ছিল না। ঘরের সম্পূর্ণ কাজ তিনি স্বহস্তে করতেন। এমনকি গম ভেঙ্গে আটা তৈরি করার মত কঠিন কাজও তিনিই সম্পন্ন করতেন। একদা যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর হাতে ঠোসা পড়ে গেল। তখন হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন— 'তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটে যাও এবং তোমার কষ্টের কথা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যক্ত করো। হয়তো তিনি তোমার জন্য যুদ্ধবন্দী থেকে কোন খাদেমার ব্যবস্থা করে দিবেন।'

হযরত ফাতেমা (রাঃ) দরবারে নবীতে হাজির হয়ে নিজের কথা আরজ করলেন।

তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে বললেন— 'দেখো, বদর যুদ্ধে শহীদের সন্তানেরা তোমার পূর্বে আমার নিকট দরখাস্ত করেছে। আসহাবে সুফফার জন্য এখনো আমি কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। এমতাবস্থায় তোমাকে গণীমতের কোনো অংশ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

তিনি গরীবদের প্রতি অতিশয় দানশীলতার পরিচয় দিতেন। এমনকি তারা বিশ্বনবীজীকে নিজেদের মাঝে পেয়ে স্বীয় অভাব-অনটনের কথা ভুলে যেতো। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করে বলেছিলেন— 'হে আল্লাহ! আমাকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

মিসকীনি অবস্থায় জিন্দা রাখো, মিসকীনি অবস্থায় দুনিয়া থেকে তুলে নাও এবং রোজ কিয়ামতে মিসকীনদের সাথে আমার হাশর করো।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দয়া-মায়া, দানশীলতা, মহানুভবতা শুধুমাত্র এই দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আখেরাতের ভয়ংকর দিনে যখন পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতগণ এক বিভীষিকাময় অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবে, যে সময় তাদের উম্মতগণ স্ব স্ব নবীর কাছ যেয়ে শাফায়াতপ্রার্থী হবে তখন তাদের নবী-রাসূলগণ বলবেন— 'লাস্তুলাহা! লাস্তুলাহা!' অর্থাৎ আমরা শাফায়াতের অধিকার রাখি না। তোমরা যাও খাতামুন্নাবীঈন মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে।

তখন রাহমাতুল্লিল আলামীন যিনি দুনিয়াতেও রাহমাত ছিলেন, আজও তিনি রাহমাত হয়ে তাদেরকে

আহ্বান জানাবেন এবং বলবেন— 'আনালাহা! আনালাহা -এসো এসো, আমি শাফায়াতের অধিকার রাখি।'

অতঃপর তিনি আল্লাহপাকের দরবারে সেজদাবনত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলবেন— 'হে আমার আল্লাহ! আমি আজ আমার কন্যা ফাতেমার জন্য কিছু চাই না। আমার নাতি হাসান-হোসাইনের জন্যও কিছু চাই না। তবে হে আমার মাবুদ, আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।'

আল্লাহপাক বলবেন— 'হে হাবিব, মাথা উঠান, আজ আপনি যা চাবেন তাই দান করা হবে।'

অতঃপর আল্লাহপাক নবীর শাফায়াতের কুবরার বরকতে তাদের মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নবীকে বলবেন— 'হে রাসূল, আপনি কি এখন সন্তুষ্ট?'

নবী বলবেন— 'হে আল্লাহ, আমি সন্তুষ্ট-পরিতৃপ্ত।'

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবীর শানে বেয়াদবীর পরিণাম

'হে মোমিনগণ, (খবরদার!) তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু কোরো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো তাঁর (রাসূলের) সাথে সেভাবে কথা বলো না। (যদি তা করো) তাহলে তোমাদের আমল এমনভাবে বিফল হয়ে যাবে যে তোমরা বুঝে উঠতে পারবে না।'

(সূরা আল-হুজুরাত)

উক্ত আয়াতে যে কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তাহলে আল্লাহপাকের দরবারে নবীর সম্মান ও মাহাত্ম, সমুন্নত রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যেহেতু মহান আল্লাহপাক সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাঁর হাবিবকে ভালোবাসেন সেহেতু নবীর শানে ছোট-বড় কোনো বেয়াদবী আল্লাহর দরবারে মার্জনীয় নয়। সুতরাং কোনো তাপসব্যক্তি আল্লাহপাকের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থেকে জীবন অতিবাহিত করলো, তাঁর দান-দাক্ষিণ্যতা যদি পাহাড়তুল্য হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও সে যদি রাসূলের শানে সামান্যতম বেয়াদবী করে তাহলে তার সমস্ত নেককাজ আল্লাহপাক বিলুপ্ত করে দিবেন।

আবু লাহাবের ঔদ্ধত্যের ভয়াবহ পরিণাম

মক্কী জীবনে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে সমবেত কোরাঈশবাসীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহপাকের তৌহিদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং তাদেরকে শেরক ও কুফরীর ভয়াবহ পরিণতির কথা শোনাচ্ছিলেন।

তখন আবু লাহাব তাঁর শানে মারাত্মক অশোভন আচরণ করেছিল। তারই জবাবে মহান আল্লাহপাক নাযিল করেছেন **সূরা লাহাব**। যাতে আবু লাহাবের প্রতি আল্লাহপাকের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরশাদ হচ্ছে— 'আবুলাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে ধ্বংস হবেই।'

বর্ণিত আছে, পরিণামস্বরূপ যখন আবু লাহাবের মৃত্যু হলো তখন তার স্ত্রী শোকাহত অবস্থায় আবু লাহাবের হাতে ধরে টানলো তখন তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ ঘটনাটি বিপুল সংখ্যক লোক প্রত্যক্ষ করলো। তার কারণ এই যে, আবু লাহাবও বিপুল সংখ্যক লোকের সামনে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে বেয়াদবী করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে আবু লাহাবের এই পরিণাম।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় যে, আবু লাহাব মৃত্যুর পূর্বে কঠিন ব্যাধি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়। ঐ কালব্যাধি এমন ভয়ংকর রূপ ধারণ করে যে, তার সারাশরীরে পচন ধরে দেহ থেকে মাংসখণ্ড গলে গলে পড়তে শুরু করে। তার দেহের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পচা দুর্গন্ধে কেউ তার নিকটবর্তী হতে পারে নাই। সেই অবস্থায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

তখন ভীতি ও দুর্গন্ধে লোকজন তার সামনে যেতে না পেরে সেই ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে সে অবস্থায় তাকে মাটি চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করা হয়। এভাবেই আবু লাহাব রাসূল (সাঃ) -এর সাথ বেয়াদবী করার পরিণতি ভোগ করে।

তারা নবীকে আবতার বলেছিল

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালামের জীবদ্দশায় তাঁর পুত্রগণ ইন্তেকাল করায় কতিপয় কাফের প্রধানেরা তাঁকে বললো আব্‌তার, (পুত্রহীন) এবং এ কথাও বললো যে, তাঁর মৃত্যুর পর তার নাম নেয়ার জন্য কেউ থাকবে না।

তাদের এরূপ মন্তব্যের কারণে প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মনক্ষুন্ন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

হননি, বরং তিনি পরম মাওলার প্রতি দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল হলেন।

এমতাবস্থায় মহান আল্লাহপাকের তরফ থেকে প্রিয় হাবীবের প্রতি সান্ত্বনা ও কাফেরদের প্রতি ক্রোধের কথা ঘোষণা করা হলো—

'নিশ্চয় (হে রাসূল) আমি আপনাকে আল কাওছার দান করেছি। সুতরাং আপনার পালনকর্তার জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন, নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই হবে নিঃসন্তান (অস্তিত্বহীন)।

(আল-কওছার)

উল্লেখ্য কাফিরদের কর্তৃক প্রিয় হাবীবের শানে এরূপ ধৃষ্টতা তাঁকে হীনবল করতে পারে নাই বরং মহান আল্লাহপাক তাঁর হাবীবের শান ও মর্যাদাকেই এতো উঁচু করেছেন যে, নিজের নামের পরই স্বীয় হাবীবের নামকে স্থান দিয়েছেন। বিশ্বের প্রতিটি শহর ও শহরতলী থেকে অগণিত মুসলমান তাঁর প্রতি

সালাম পেশ করছে। মুয়াজ্জিন আযানে উচ্চ কণ্ঠে বলছে আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ। এ ঘোষণা প্রতিনিয়ত বিশ্বের প্রতি অঞ্চল থেকে প্রতি মুহূর্তে উচ্চারিত হচ্ছে। বিশ্বে ১০০ কোটি মুসলমান প্রত্যেক নামাযে বলছে, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু। মোট কথা, মহান আল্লাহপাক তাঁর হাবীবের নামকে জিন্দা রাখার জন্য সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং অন্যত্রে বলেছেন—'হে নবী! আমি আপনার যিকির বুলন্দ করেছি।'

যাঁর শান, মর্যাদা, মাহাত্ম, স্বয়ং আল্লাহপাক সুউচ্চ করেছেন তাঁর মরতবা, ইজ্জত ও ফজীলত কেউ কোনদিন কোন অবস্থায় খাটো করতে পারবে না। কারণ যেভাবে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের হেফাজত করার জিম্মাদারী নিজের উপরে ন্যাস্ত করেছেন তেমনি করে তাঁর প্রিয় হাবিবের কথাবার্তা, চরিত্র মাধুর্য,

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ইজ্জত ও শান-শওকতের হেফাজত ও তা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

মহান আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন— 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং অধিক হারে আল্লাহপাককে স্মরণ করে তাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন— 'আমার নিকট একবার জিব্রাঈল (আঃ) হাজির হয়ে বললেন যে, আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, হে মুহাম্মদ! যদি তোমাকে সৃষ্টি করার কর্মসূচী না হতো তবে আমি জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না।'

অন্য বর্ণনায় হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ্‌পাক বলেছেন— হে নবী! যদি তোমাকে সৃষ্টি করার কর্মসূচী না থাকতো তাহলে এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করতাম না।'

প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌পাক বিভিন্ন খেতাব দান করেছেন। যেমন -শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহঃ) মাদারেজুন্ নাবুওয়্যাহ ২য় খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠায় লেখেছেন ঃ

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন— 'আল্লাহপাক সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।' হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে ঃ

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার খেদমতে কুরবান হোক। দয়া করে আমাকে বলুন আল্লাহপাক সর্বপ্রথম কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি এরশাদ করেন, হে জাবের, আল্লাহপাক সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে নিজের নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।'

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা ইতিপূর্বে কোনদিন ঘটে নাই।

হযরত আমেনা বলেন— 'যখন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভূমিষ্ট হবার সময় ঘনিয়ে এলো তখন আমি এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম কেউ যেন বলছে, হে আমেনা! তোমার গর্ভে দু'জাহানের সরদার অবস্থান করেছেন। যখন তিনি ভূমিষ্ট হবেন তখন তাঁর নাম রাখবে মোহাম্মদ।'

হযরত আমেনা বলছেন— 'হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার গর্ভে নয় মাস ছিলেন, কিন্তু আমি কোনদিন কষ্ট পাইনি। এমনকি প্রসবের সময় কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়নি। যখন তাঁর জন্ম হলো তখন আমার সামনে এক নূর চমকে উঠলো যার কারণে সুদূর সিরিয়ার শাহী মহলগুলো আমার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল।'

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন— 'আমি বিনা অহমিকায় ঘোষণা করছি যে, আমি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান।'

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে সমস্ত নবীগণের গুণ বৈশিষ্ট বিদ্যমান ছিল।

হযরত ইব্রাহীমের মত মাহাত্ম, বন্ধুত্ব, হযরত ইউছুফের ন্যায় শান-শওকত সৌন্দর্য—

হযরত মূসার ন্যায় গাম্ভির্য, হযরত দাউদের মত রাজত্ব, হযরত ইয়াহ্ইয়ার মত দাক্ষিণ্যতা, হযরত ঈসার মত আল্লাহপাকের প্রতি ভরসা করার অদম্য স্পৃহা, হযরত ইয়াহ্ইয়্যার মত বিনয়তা, হযরত ইসমাঈলের ন্যায় আল্লাহর অনুগত্যের বাম্প হযরত ইয়াকুবের মত শোকরগুজারী, হযরত আইয়ুবের মত ধৈর্যশীলতা, হযরত নূহের মত ওয়াজ করার দক্ষতা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র দৈহিক গঠন

কপালও ভ্রু বাঁকানো, চিকন ঘন। উভয় ভ্রু পৃথক। উভয়ের মধ্যবর্তীতে একটি ভাসা রগ, কপাল হতে খুশী ঝিলিক মারতো।

সেই পবিত্র দেহের রং চুনার মত সাদাও নয়, শ্যামলাও নয়, লালিমা মিশ্রিত সাদা।

(হযরত আনাস, হযরত আলী),

নয়ন ঃ নয়নদ্বয় কৃষ্ণ, পলকগুলি দীর্ঘ।

(হযরত আলী)

সাদা অংশে লাল দাগ চক্ষের গর্ত দীর্ঘ প্রকৃতগত সুরমা রং।

নাসিকা ঃ উঁচু উঁচু ভাব, তাতে নূরানী চমক যার কারণে তাঁকে অনেক সম্ভ্রান্ত মনে হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গাল ঃ সমতল ও হালকা, নিচের দিকে কিছুটা প্রশস্ত।

চুল ঃ দেহে বেশি পশম ছিল না, বক্ষ হতে নাভী পর্যন্ত পশমের চিকন দাগ। (এবং মাথায় ঘন চুল ছিল।)

গর্দান ঃ চিকন ও লম্বা। গর্দানের বর্ণ চাঁদনীর ন্যায় উজ্জ্বল ও সুদর্শন।

শির ঃ বড় কিন্তু সমন্বিত।

প্রিয় নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক গঠন

দেহ ঃ গাট্টা-গোট্টা অঙ্গের জোড়ের হাড়গুলি বড় ও মজবুত।

দেহ স্থূল ছিল না।

(হযরত আলী)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কদম ঃ না অধিক দীর্ঘ না বেটে, বরং মধ্যম। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থাকলে সকলের থেকে তাঁকে উচু মনে হতো।

কাঁধ ও বক্ষ প্রশস্ত ও পেটের বরাবর।

দুই কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব সাধারণ পরিমাপের থেকে দীর্ঘ এবং উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থল মাংসাল।

(হযরত আলী)

বাহু ও হাঁত মুবারক ঃ কব্জীদ্বয় দীর্ঘ, পাতা প্রশস্ত, আঙ্গুল সমন্বিত পরিমাণে, রেশম মোটা বা পাতলা কাপড় ধরলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাত থেকে বেশী নরম মনে হতো না।

(হযরত আনাস)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পা মুবারক ঃ পাগুলো মাংসল। পায়ের তালু কিছুটা গভীর। কদম মুবারক এমন মসৃন যে পানি আটকাতো না।

হযরত উম্মে মা'বাদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচয় এরূপ পেশ করলেন ঃ

পুত দর্শন, প্রশস্ত চেহারা, পছন্দনীয় স্বভাব, না উদর বর্ধিত, না চুল এলোমেলো, সুদর্শন, সৌন্দর্যের অধিকারী, চক্ষু কালো ও প্রশস্ত, চুল দীর্ঘ ও ঘন, আওয়াজ ভারিক্কি, উচু গর্দান, উচ্ছল পৌরুষ, সুরাময়ী নয়, চিকন ও সুবিন্যস্ত ভ্রু, কালো কোকড়ানো চুল, গাম্ভীর্যপূর্ণ নীরবতা, হৃদয়গ্রাহী কথন, দূর হতে দেখতে সুদর্শন ও চিত্তাকর্ষক, নিকট হতে দেখতে অতিশয় মিষ্টি ও পরিপূর্ণ সুন্দর, মিষ্টভাষী কথা সুস্পষ্ট, কথার শব্দ কমও নয় বেশি ও নয়, সমস্ত কথা মুক্তার মালার ন্যায় গ্রথিত, মধ্যম পদ যেন কৃশতার দরুন হীন মনে হয় না বা দীর্ঘতার দরুন ঘৃণার উদ্রেক হয় না। সুদৃশ্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নেহাল বৃক্ষের তাজা ডাল, সুন্দর কদম, সঙ্গী এমন যে, সব সময় তার (সাঃ) কাছে কাছেই থাকেন তিনি (সাঃ) যখন কিছু বলেন তখন চুপ কর শোনেন, কোন নির্দেশ দিলে তাহা চটপট পালন করেন তিনি (সাঃ) এমন যার খিদমত করা হয়, মান্য করা হয় কথা কম বলেন না, আবার অযথাও বলেন না।"

মিরাজামুনীরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবশেষে

হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান (রহঃ) ও তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ গোফ্রান বারকতী (রহঃ) এর উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্যে মহান আল্লাহপাকের দরবারে একনিষ্ঠ মনে দোয়া করি। হে আল্লাহ সকল মুসলমান নরনারীকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ আমাদের সকলকে তোমার সান্নিধ্য ও ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্যে তোমার নবী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরনে রত রাখ। আমীন

নূরানী প্রেস

ফোঃ ২৪৫৪১৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শানে-মুহাম্মাদ (সাঃ)

সাল্লে আলা নাবীয়েনা
সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন।
সাল্লে আলা হাবীবিনা
সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন।
ইয়ে দুনিয়া বানী হ্যায়ে
তোমহারে লিয়ে।
ইয়ে জমিন আস্‌মাভি
তোমহারে লিয়ে।
ইয়ে দুনিয়া হারী, হারী হ্যায়
তোমহারে লিয়ে।
ইয়ে দুনিয়া খীলি হ্যায়
তোমহারে লিয়ে।
আগার তুম না হতে
তো কুছভি না হোতা।
ইয়ে দুনিয়া বানী হ্যায়
তোমহারে লিয়ে।
ইয়ে দুনিয়া সাজী হ্যায়
তোমহারে লিয়ে।

মোহাম্মাদ তারেক মঞ্জুর

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

পরিবেশনায়
সাইয়েদ মোহাম্মাদ শাকরান বরকাতী

পরিচালক
ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সপেকশন সারভিসেস
অফ
বাংলাদেশ লিমিটেড

এফ-১/৪, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১২৪১১৯
ঃ ৯১২৪১২০
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৮২২৩৩২

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

১৬ই রবিউল আউয়াল ১৪১৮
হিজরী, ২২ জুলাই ১৯৯৭

সৌজন্য সংখ্যা

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com